প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্য

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের স্থান ও তারিখ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের আরো অধিকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে অন্যান্য যে সকল মন্ত্রণালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে তাদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অধিক হারে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে।	স্থানঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় তারিখঃ ২৩-১১-২০১৪ খ্রিঃ	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বিটিইবি এবং এনএসডিসি'র সাথে সমন্বয় করে দক্ষ জনশক্তি তৈরী ও সম্প্রসারণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে STEP ও SEIP প্রকল্পের আর্থিক সহযোগীতায় নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠিকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। একই সাথে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের কর্মসংস্থানে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। বিএমইটির আওতাধীন আইএমটি ও টিটিসিসমূহের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরির ক্ষেত্র বিস্তৃতির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। STEP প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় শুরু হতে বিএমইটির ৩৫টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে ৪টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে তা সম্প্রসারণ করে ৪০টি প্রতিষ্ঠানে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং এতে ১৯টি প্রতিষ্ঠানে ৪টি ট্রেড হতে বৃদ্ধি করে ৬টি ট্রেড এবং ৬টি প্রতিষ্ঠানে ৪টি ট্রেড হতে বৃদ্ধি করে ৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া SEIP প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় বর্তমানে ২০টি টিটিসিতে এ কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	বর্তমানে যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন নতুন ট্রেডে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যবহারিক ভাষা শিক্ষণের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।	ঐ	টিটিসিসমূহে NTVQF Level-1 ও Level-2 অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সিবিটি প্রশিক্ষণ প্রদানে বর্তমানে চলমান ট্রেডের পাশাপাশি বিদেশে চাহিদা আছে এ রকম নতুন ট্রেড চালুর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বিকেটিটিসি , ঢাকার পরিচালনায় ই-লার্নিং প্লাটফর্মের আওতায় হাউজকিপিং পেশায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি আরও ০৫টি ট্রেডে যথাক্রমে অটোমোটিভ , আরএসি, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ও গার্মেন্টস ই-লার্নিং প্লাটফর্মের আওতায় আনা হবে। বর্তমানে চলমান ট্রেডের পাশাপাশি বিদেশের চাহিদার নিরিখে নতুন ট্রেড চালুর প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এ ছাড়া টিটিসিসমূহে গন্তব্য দেশের ব্যবহারিক ভাষা শিক্ষণের কাজ অব্যাহত আছে।
৩.	বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বাধিক পরিমাণ কর্মক্ষম যুবশক্তি (Young Working Force) বিদ্যমান। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য এ যুবশক্তিকে দেশের উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। তাছাড়া, অনেক দেশে জন্মহার কমে যাওয়ায় কর্মক্ষম দক্ষ জনশক্তির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ঐ সকল দেশের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের যুব শক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	ঐ	প্রথম পর্যায়ে "দেশের ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে একটি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বিভাজন আদেশ জারী করা হয়েছে এবং ১ম কিস্তি বাবদ ৩৭৫০.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে। ২১টি উপজেলায় ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। ২য় পর্যায়ে উপজেলাসমূহে আরও ৪০টি টিটিসি নির্মাণের লক্ষ্যে আর একটি প্রকল্প হিসেবে এডিপি ; ২০১৬-২০১৭ এ সবুজ পাতায় অন্তভুক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সকল উপজেলায় নির্মাণ করা হলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবশক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বর্তমানে বিভিন্ন টিটিসির মাধ্যমে বিদেশে কর্মসংস্থান উপযোগী ৪৮টি ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সৌদি আরব , কাতার, ওমান, বাহরাইনগামী কর্মীদের ৩ দিনের ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও লেবাননগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। নতুন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ৪৩৯টি উপজেলায় টিটিসি স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২য় পর্যায়ে আরও ৪০টি টিটিসি নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি তৈরী প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে বিএমইটির আওতায় ৫টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প চলমান রয়েছে। চলমান প্রকল্পসমূহের কাজে যথাযথ মান নিশ্চিতকরণ ও সঠিক সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএমইটি হতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের দিকনির্দেশনা প্রদানসহ মনিটরিং করা হচ্ছে। বিএমইটির আওতায় ৬টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত করণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ২টি বিনিয়োগ প্রকল্পের ডিপিপি ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৪টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতের কাজ চলছে। এছাড়া একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পে আইডিবি'র সাথে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
৪.	নারী অভিবাসন কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। নারী অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়াতে হবে এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।	ঐ	নারী অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাউজকিপিং ট্রেডে আবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং এ প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২১ দিন থেকে ৩০ দিনে বৃদ্ধি করা হয়েছে। উপরোন্তু এ প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত ব্যবহারিক শিক্ষার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা/সংস্কৃতি/আইনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ কোর্সে নারী কর্মী নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়েছে। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর তদারকিতে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ২৬টি টিটিসিতে হাউজকিপিং পেশার মহিলা কর্মীর জন্য আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
৫.	দালাল ও অন্যান্য মধ্য-স্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা যেন দালালসহ অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার না হন এবং জনগণ যাতে অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা না করে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এজন্য তথ্য অধিদপ্তরের প্রচার মাধ্যম এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা নিতে হবে।	ঐ	দালাল ও অন্যান্য মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ভিজিল্যান্স টাস্ক ফোর্স এর অভিযান অব্যাহত রাখা হয়েছে। সর্বশেষ গত ২০-৭-২০১৬ এবং ২৭-৭-২০১৬ তারিখ ফার্মগেট , ধানমন্ডি এবং আশুলিয়ায় ভিজিলেন্স টাস্ক ফোর্সের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। বিএমইটি ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জোরদারভাবে প্রচারনা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জীবনমান উন্নয়নে দক্ষতা উন্নয়ন পেশা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ , বৈধভাবে বিদেশগমণ , বৈধপথে রেমিটেন্স প্রেরণ , মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর দৌরাত্ব হ্রাস ইত্যাদি বিষয়ে বুকলেট , লিফলেট ব্রসিউর, পোস্টার বিতরণ, বিলবোর্ড ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। মানব পাচার প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে 'বনপোড়া হরিণী' নামক নাটকটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ সকল পৌরসভা মহল্লায় প্রজেক্টর ও ডিস চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচারের জন্য বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকদের নিকট বিতরণ করা হচ্ছে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা যেন দালালসহ অন্যান্য মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ও প্রতারনার শিকার না হন সে জন্য পথ নাটক প্রদর্শন , বিভিন্ন জেলায় বিশেষ দিনসমূহে অনুষ্ঠিত মেলায় স্টলের মাধ্যমে প্রচার এবং উপজেলা ও জেলা

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের স্থান ও তারিখ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			প্রশাসনের সাথে সমন্বয়পূর্বক বিভিন্ন সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসন হতে ডিইএমও'র মাধ্যমে এ ধরণের অভিযোগ তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৬.	এ দেশের গরিব জনগণ যাতে কম খরচে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যয় কমানোর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ঐ	এ দেশের গরিব জনগণ যাতে কম খরচে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় সে লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে পুনঃনির্ধারনের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির কার্যক্রম বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সৌদি আরবে অভিবাসন ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব, সৌদি আরবে নিয়োজিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত , এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ও বায়রার নেতৃবৃন্দকে নিয়ে গত ২২-৮-২০১৬ তারিখ এবং ২৮-৮-২০১৬ তারিখ সভা হয়েছে।
৭.	প্রবাসী কর্মীগণ যাতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে কম খরচে দেশে অর্থ প্রেরণ করতে পারে এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারে সে জন্য সীমিত পরিসরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	ঐ	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ১০০ কোটি টাকা হতে ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ গত ১৬-১১-২০১৫ তারিখ সম্মতি প্রদান করে। গত ০২-০২-২০১৬ তারিখে মহাপরিচালক , ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডকে পত্র দেয়া হলে কতিপয় শর্তে ০৮-২-২০১৬ তারিখ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড পরিশোধিত মূলধন বাবদ ৩০০ কোটি টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । সদয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য গত ১১-৭-২০১৬ তারিখ পুনরায় সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়।
৮.	প্রবাসী কর্মীদের সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের জন্য বিদ্যমান শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম বাড়াতে হবে। যে সকল দেশে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করে সে সব দেশে চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ঐ	(ক) সৌদি আরবে বসবাস/কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের সন্তান-সন্ততিদের দেশীয় কারিকুলামে শিক্ষাপ্রদান ও দেশের মূল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ এবং প্রবাসী কর্মীদের সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিতকরণের লক্ষ্যে "Construction of Nine Bangladesh International School For Children of Bangladesh Expatriates in KSA" শীর্ষক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৮০৬২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১১৬১২.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৬৪৫০.০০ লক্ষ টাকা , প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: ০১-৭-২০১৬ হতে ৩০-৬-২০১৯ পর্যন্ত) যাচাই-বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে গঠিত যাচাই-বাছাই কমিটির সভা গত ০২-৬-২০১৬ তারিখ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিতব্য স্কুলের মালিকানা ও পরিচালনা , প্রকল্পের অর্থায়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (খ) সৌদি আরবে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকের সন্তানদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে ৭টি প্রধান শহরে ৯টি স্কুল (রিয়াদ-২টি, জেদ্দা-২টি, দাম্মাম-১টি, মক্কা-১টি, মদিনা-১টি, তাবুক-১টি ও বুরাইদাহ-১টি) স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে জমি ক্রয় বাবদ ধরা হয়েছে ১০৯.৫৭ কোটি টাকা এবং ভবন নির্মাণের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৪২০.১৩ কোটি টাকা। প্রকল্প সাহায্য দেখানো হয়েছে ৪৬৪.৫০ কোটি টাকা। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন দাতা সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করেনি। আইডিবি 'র সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা হয় কিন্তু আইডিবি উক্ত প্রকল্পে সফ্ট লোন দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ওয়েজ আর্নাস্য কল্যাণ বোর্ড হতেও এত বিপুল অংকের আর্থিক যোগান দেয়া সম্বব নয়। কেননা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-কে ১০০ কোটি টাকা দেয়ার পর প্রবাসীদের নিয়মিত সেবা প্রদানের জন্যই তহবিলের আয়-ব্যয় বর্তমানে প্রায় সমান সমান পর্যায়ে রয়েছে। তথাপি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ইতিমধ্যে ১০ কোটি টাকা সৌদি আরবের স্কুল বাবদ রাষ্ট্রদূতের অনুকূলে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ প্রদান করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ২৭-৬-২০১৬ তারিখের ২৯২ নং স্মারকে পত্র মারফৎ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করা হয়েছে। (গ) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে স্কুলসমূহের মালিকানা ও আয়-ব্যয় পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে চাহিদাকৃত মতামত পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবসমূহ- (১) সৌদি আরবে প্রস্তাবিত স্কুলগুলোর জমি ও ভবন এর মালিকানা স্কুলের নামে থাকতে পারে। তবে স্কুল তা বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারবে না। বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে স্কুলগুলোর জমি এবং ভবন এর মালিকানা নিরঙ্কুসভাবে দূতাবাস বা বাংলাদেশ সরকারের হাতে থাকতে পারে। (২) স্কুলের জমি ক্রয়ের অর্থ অনুদান হিসেবে এবং ভবন নির্মাণের অর্থ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। উক্ত ঋণ ৩০ বছরে স্কুলসমূহ কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোর বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে পারে। (৩) ঋণের মাধ্যমে স্কুলগুলো নির্মাণ করা হলে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত স্কুলগুলো দূতাবাসের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে। (ঘ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের লিগ্যাল ও সংশ্লিষ্ট উইং এর মতামত গ্রহণপূর্বক চূড়ান্ত মতামত খুব শীঘ্রই এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে মর্মে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা মৌখিকভাবে জানিয়েছেন। উক্ত মতামত পাওয়ার পর প্রকল্প সংশোধনসহ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৬-২০১৭ তে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের স্থান ও তারিখ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			(ঘ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের লিগ্যাল ও সংশ্লিষ্ট উইং এর মতামত গ্রহণপূর্বক চূড়ান্ত মতামত খুব শীঘ্রই এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে মর্মে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা মৌখিকভাবে জানিয়েছেন। উক্ত মতামত পাওয়ার পর প্রকল্প সংশোধনসহ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৬-২০১৭ তে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৯.	বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান করতে হবে এবং প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিদেশস্থ শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে অধিকতর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।	ঐ	বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য RFP ও EOI প্রস্তুত করার কাজ চলছে। অচিরেই EOIটি পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।
১০	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে নবসৃষ্ট ১২টি শ্রম উইং-এর মধ্যে যে ০৯টি শ্রম উইং-এ (ব্রুনাই, মিলান-ইটালি, গ্রীস, স্পেন, পি.আর. জেনেভা, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া) পদায়নকৃত কর্মকর্তাগণ এখনও সংশ্লিষ্ট মিশনে যোগদান করতে পারেন নি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তাদের অনুকূলে কূটনৈতিক পাসপোর্ট প্রদানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	ঐ	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত

১৮.২.১৭

(আমির আব্দুল্লাহ মুঃ মঞ্জুরুল করিম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।